৯ ডিসেম্বর ২০১৫

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে অধিকার এর বিবৃতি

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার রক্ষাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে

প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দিবসটি পালিত হওয়ার কারণ ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এই বছর দিবসটিকে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি - আইসিসিপিআর এবং আইসিইএসসিআর'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। এমন একটি সময় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা একটি চরম উদ্বেগজনক অবস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি একটি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ জনগণের ভোট ছাড়াই একতরফাভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট পুনরায় ক্ষমতাগ্রহণ করে। তৎকালীন বিরোধীদল সহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন প্রত্যাখান করে। জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনে সরকার দলীয় প্রার্থীরা ভোটগ্রহণের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা না থাকা এবং সংসদে অত্যন্ত দুর্বল বিরোধীদল থাকার কারণে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছে এবং জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া বিতর্কিত এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ক্ষমতাসীনদের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি অনেক বেড়েছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাসহ ধর্মীয় ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার দেশের এই সংকটকে রাজনৈতিক সংকট হিসেবে স্বীকার না করে এবং তা সমাধানের পথে না গিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে গণগ্রেফতার চালাচ্ছে। বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা এই গণগ্রেফতারের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গণগ্রেফতার অব্যাহত থাকায় কারাগারগুলোতে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বন্দীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। অপরদিকে সরকার সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তারা নারীর প্রতি সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারসহ মারণাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এই ঘটনাগুলোর বেশীর ভাগেরই কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হচ্ছে না, কারণ অপরাধীরা

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে পার পেয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপরও দুর্বৃত্তরা হামলা করে তাঁদের হত্যা করছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়ের এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এছাড়া ব্লগাররা একের পর এক হামলার শিকার হচ্ছেন। ২০১৫ সালে ৫ জন ব্লগার নিহত হয়েছেন। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ থেকে 'নিরাপত্তার' অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে ফেসবুক, ভাইবার ও হোয়াটসঅ্যাপসহ সামাজিক যোগাযোগের প্রায় সব মাধ্যমই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিশেষত ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো ব্যাপকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় জনগণ তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ওপর নির্ভরশীল ছিল। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ আছে এবং আইনটি মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করে সরকার জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং অনলাইন পত্রিকাগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে প্রায় ২ বছর ৮ মাস ধরে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে এবং আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনাসহ দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান সম্প্রচার এখনও বন্ধ রয়েছে। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংসদ সদস্যদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪' নামে একটি নিবর্নতমূলক আইনও মন্ত্রী পরিষদ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। এরপর রাষ্ট্র, সংসদ বা সংবিধান সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ এর মধ্যে নতুন বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছে আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটি। এই আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করার এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার ব্যবস্থা করবে, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সরকার যতই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার অধিকার রহিত করছে, দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে; ততই দেশে উদ্বেগজনকভাবে চরমপন্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

অধিকার মনে করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে বাংলাদেশের জনগণকে সংগঠিত হওয়া এবং সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। জনগণকে তাঁদের ভোটের অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য সংগঠিত হতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার রক্ষাকর্মীকে ভিকটিম পরিবারগুলোসহ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।

সংহতি প্রকাশে,
অধিকার টিম।